মঞ্চে ও নেপথ্যে

স্পষ্টভাষী

আর কি লিখিব?

আমার সাংবাদিকতার গুরু জনাব আবুল মনসুর আহমদ আর নাই। নিউমোনিয়াক্রান্ত হইয়া গত পরশু তিনি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। একাশী বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুকে অকাল মৃত্যু বলা যায় না। তবু মনকে যতই বোঝাইতে চেষ্টা করি, মন বুঝ মানে না। পনের বছর আগে আমার আব্বার ইন্তেকালেও আমি ভাঙ্গিয়া পড়ি নাই। তাঁকে দাফন করিয়া আসিয়া সেদিন বিকালেই একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত মিটিং করিয়াছিলাম। পিতৃবিয়োগ সত্ত্বেও সকল কাজকর্ম আমি স্বাভাবিকভাবেই করিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু আমার সাংবাদিকতার গুরু আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যুতে আমি চারিদিকে কেমন যেন একটা বিরাট শূন্যতা অনুভব করিতেছি। কিছু বলিতে ভাল লাগে না। কিছু লিখিতে ইচ্ছা করে না। ঘরের বারান্দায় একাকী বসিয়া অতীতের ঘটনাপুঞ্জে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। এমনকি তাঁরও সম্পর্কে কোন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ভাল লাগে না। টেলিভিশনে তাঁর সম্পর্কে একটি আলোচনানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। অসুস্থতার অজুহাতে আমি মাফ চাহিয়া লইয়াছি। আমি সেই লোক যে পিতৃবিয়োগেও ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অথচ গুরুর মৃত্যুতে চারিদিকে সবকিছু আমার কাছে তিক্ত বিস্বাদ মনে হইতেছে। এই মুহূর্তে কবিতার দুইটি ছত্র বার বার আমার মনে পড়িতেছে:

সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ,

"দিব না দিব না যেতে।"
নাহি শুনে কেউ,
নাহি কোন সাড়া।

আবুল মনসুর আহমদ একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক বিরাট প্রতিভা। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মূল্যায়ন করা আমার সাধ্যাতীত। গুণীজনেরা উহা করিবেন। এবং বাঁচিয়া থাকিতে নয় বরং মৃত্যুর পরই যথারীতি মূল্যায়ন শুরু হয়। যাই হউক, আমার কাছে সাংবাদিক আবুল মনসুর আহমদই বড়। এই বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি আমার মত বহু জনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। হাতে ধরিয়া অ, আ, ক, খ লেখা শিখাইয়াছেন। আমাদের তিনি মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আমাদের ইজ্জতে তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। কোন বিশেষ লেখার যে-ক্রেডিটটা আসলে ছিল তাঁরই প্রাপ্য সে ক্রেডিট তিনি ষোল আনাই আমাদের দিয়া নিজেকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন।

আমার মনে পড়ে, ১৯৪৮ সালে বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনায় যেদিন ঢাকার রাস্তায় ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করা হয় সেদিন কলিকাতার ইত্তেহাদে একটি কড়া সম্পাদকীয় লেখা হয়। উহা ছিল এই অধমেরই অক্ষম কলমের লেখা। রিফিং, বলাবাহুল্য, গুরুজীর। লেখাটি আগাগোড়া তিনি পুংখানুপুংখরূপে দেখিয়া, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করিয়া প্রেসে দেন। তাঁর সংশোধনীর পর আমার মূল লেখার সামান্যই অক্ষত ও অবশিষ্ট থাকে। লেখাটি পরদিন বাহির হইবার পর ঢাকা হইতে বন্ধুবর শেখ মুজিব তাঁকে টেলিফোনে মনসুর সাহেবকে উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনন্দন জানান। আবুল মনসুর সাহেব সব শোনার পর তাঁকে বলেন, মুজিব, প্রশংসাটা আমার প্রাপ্য নয়, অমুকের প্রাপ্য, কারণ ওটা আমার নয়, তাঁরই লেখা। নিজে ক্রেডিট না লইয়া নিঃশেষে অপরকে দিয়া দেওয়ার মধ্যে যে দুর্লভ মহত্ত্ব তারই নাম আবুল মনসুর আহমদ।

আমার সাংবাদিকতার এটা চৌত্রিশ বছর। বিস্তর লিখিয়াছি। লেখাগুলি বাছিয়া বই ছাপাইলে গোটা কয়েক বই হইবে। কিন্তু যখন নিজের লেখার মূল্যায়ন করি তখন দেখি আবুল মনসুর সাহেব যাহা শিখাইয়াছিলেন তাহার উপর কার্যতঃ এক অক্ষরও বাড়াইতে পারি নাই। আমি তাঁরই ভাব ভাষা এতটাকাল অনুসরণ করিয়াছি।

জনাব আবুল মনসুর আহমদের মৃত্যু উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট তাঁহার শোকবাণীর একস্থানে বলিয়াছেন যে, 'তিনি (আবুল মনসুর আহমদ) আমাদের জাতীয়তাবাদের ধ্যান ধারণারও একজন প্রধান স্থপতি ছিলেন।' আবুল মনসুর আহমদের 'বাংলাদেশের কালচার' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে প্রেসিডেন্টের এই উক্তির সত্যতার প্রমাণ। উক্ত গ্রন্থে 'বাংলাদেশের জাতীয় আত্মা', অধ্যায়ে তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন, 'প্রসেসটা শুরু হইয়াছিল অনেক আগেই। ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের সম্মিলিত চেষ্টায় কলিকাতায় প্রথম যে কলেজটি স্থাপিত হইয়াছিল তার নাম রাখা হইয়াছিল 'হিন্দু কলেজ'। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের কল্পিত ও অতিরঞ্জিত কাহিনী লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশ দত্ত 'ঐতিহাসিক' উপন্যাস লিখিতে লাগিলেন। তাতে তাঁরা হিন্দুদের বীরপুরুষ ও মুসলমানদেরে অত্যাচারী কাপুরুষরূপে অংকিত করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত কবিতা রচনা করিয়া এই কাজটিই জনপ্রিয় করিতে লাগিলেন। এটা ত গেল ভাষা সাহিত্যের কথা। রাজনীতিতেও তাই শুরু হইল। হিন্দু রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে নবগোপাল মিত্র মহাশয় 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পিতা' বলিয়া আখ্যাত, তিনি রাজনৈতিক সম্মিলনীর নাম রাখিলেন 'হিন্দু মেলা'। বেংগল ল্যাণ্ডহোলডার্স এসোসিয়েশনের মত নিতান্ত সেকিউলার শ্রেণী প্রতিষ্ঠানের ইংরাজি মুখপত্রের নাম রাখা হইল 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'। বাংগালী জাতীয়তাবাদের ঠাকুরদাদা (গ্রাণ্ড ফাদার) বলিয়া পরিচিত রাজনারায়ণ বসু ১৮৭০ সালে 'বেংগল ন্যাশনাল সোসাইটি' নামে যে সমিতি স্থাপন করেন, তার মুদ্রিত আদর্শ উদ্দেশ্যে লেখা হইল, 'বাংলার হিন্দুদের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিই এই সমিতির উদ্দেশ্য।' জনৈক পত্রলেখক সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে এই অসংগতির সমালোচনা করায়, 'হিন্দু-প্যাট্রিয়টের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ঐ পত্রলেখকের জবাব দেওয়া হইয়াছিল। সে সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছিল, 'বাংলার হিন্দুরা নিজেরাই একটি নেশন। সুতরাং সমিতির নামে ও উদ্দেশ্যে কোনও অসংগতি নাই।' জনাব আবুল মনসুর আহমদ এইরূপ আরও বহু তথ্য দ্বারা এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন যে, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ মিসনোমার, প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদই সঠিক ও সত্য। উক্ত গ্রন্থের অন্যত্র তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলেন, 'উনার সত্য দ্রষ্টার মতই তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন: 'বাংলা একটা নয়, দুইটা'। জীবনসায়াহ্নে, মৃত্যুর মাত্র দুই বছর আগে, ১৯৩৯ সালে লিখিত 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ব-বঙ্গ ও পশ্চিম-বঙ্গ, রাঢ়বারেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই। এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।'

জনাব আবুল মনসুর আহমদ বাংলাদেশের ন্যাশনাল পার্সনালিটি বা জাতীয় ব্যক্তিত্ব বা ন্যাশনাল আইডেন্টিটির সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ দ্বারা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের একটা সুস্পষ্ট ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে সকল উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা হইতে মুক্ত করিয়াছেন। বাংলাদেশের জাতীয় আত্মাকে আমরা অনেকেই খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। আবুল মনসুর সাহেবই উহা আমাদের চিনাইয়া দিয়াছেন। তিনি অবশ্য 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' কথাটা ব্যবহার করেন নাই। তাঁরই চিন্তা ও ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমি বাংলা একাডেমীতে ছিয়াত্তরের পনেরই ফেব্রুয়ারী আমার বক্তৃতায় সুধী সমাজের সম্মুখে উহা সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলিয়া ধরি।

আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন এক দুঃসাহসী চিন্তানায়ক। পাকিস্তান আমলে গণ পরিষদে দাঁড়াইয়া এই অকুতোভয় চিন্তাবিদ 'টু ষ্টেটস, ওয়ান নেশন' এর তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য পশ্চিমাদের দ্বারা সাংঘাতিকভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে গলা পর্যন্ত পুতিয়া স্বেচ্ছায় বা পাথর মারিয়া হত্যা করার সুপারিশও করা হইয়াছিল। কিন্তু আবুল মনসুর সত্য বলা হইতে বিরত থাকেন নাই।

তিনি ছিলেন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নে মানিক মিয়ার মতই আপোষহীন। তেহাত্তরের ১৬ই নভেম্বর আবুল মনসুর সাহেব তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গীতে লিখিয়াছিলেন, 'সংবাদপত্রকে আমাদের সরকার সরকারীযন্ত্র হিসাবে অর্জন করিয়াছেন। ফলে এক-আধখানা সংবাদপত্র ছাড়া আর সবাই মন্ত্রীদের সব কাজে 'মারহাবা, মারহাবা' করিয়া চলিয়াছেন। ফলে আইউবী ট্রেনিংপ্রাপ্ত অতিচালাক সাংবাদিকরা নিতান্ত 'হাবা' সাজিয়া মন্ত্রীদেরে যে কোথায় 'মার' দিতেছেন, স্বয়ং মন্ত্রীরাও তা বুঝিতেছেন না।'

দূরদর্শী জনাব আবুল মনসুর আহমদ জাতির প্রতিটি সংকটের পূর্বেই বলিষ্ঠকণ্ঠে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। জাতি, জননেতা ও ক্ষমতাসীন দলকে তিনি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারাই তাঁহার ওয়ার্নিং শোনেন নাই, তাঁহারাই কঠিন বিপদের সম্মুখীন হইয়াছেন, এমনকি তলাইয়াও গিয়াছেন। তিনি আজ নাই। কে এখন বিপদের গন্ধ পাইয়া জাতির উদ্দেশে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিবে?

ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন আমার প্রেরণার উৎস। তিনি নাই। আর কি লিখিব? আর অভিভাবক স্বর্গীয় মতো সকল চিন্তা ও আমাকে পরিচালিত ...